দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP. 17 1999
পৃঃ ২ কলাম ২

118

ঢাঃ বিঃ একাডেমিক কাউন্সিলের ৩৫ সদস্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী দানের সিদ্ধান্ত যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়নি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৩৫ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত যথার্থ প্রক্রিয়ায় হয়নি বলে উল্লেখ করে বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একাত্ম নই। একাডেমিক কাউন্সিলে যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে সকলের মতামত নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে এক্ষেত্রে এক রকম প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ডক্টরেট যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়নি বলে আমরা মনে করি। উক্ত সভার যে কার্যসূচী পূর্বে সদস্যদের কাছে বিতরণ করা হয় তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষে প্রবেশের সময় একটি সাপ্লিমেন্টারী এজেন্ডা সদস্যগণকে দেয়া হয় যাতে ঐ বিষয়টি উল্লেখিত ছিল। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাপ্লিমেন্টারী হিসেবে না এনে মূল এজেন্ডাতে দেয়া উচিত ছিল। উপরন্তু ঐদিন ঢাকা শহরে বিরোধী দলসমূহের আহূত সমাবেশ কর্মসূচীর কারণে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থানকারী সদস্যগণের অনেকের পক্ষে সভায় আসা সম্ভব হয়নি। সভার শেষ পর্যায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় ভিসি মহোদয় এই বিষয়টি উপস্থাপন করেন। কিন্তু বিষয়টির উপর আলোচনার কোন সুযোগ তিনি সদস্যগণকে দেননি বা তাদের মতামত দেয়ার আহবান জানাননি। বরং তিনি তড়িঘড়ি করে সভা মুলতবী ঘোষণা করেন।

কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ার বিধি ও প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে। একাডেমিক কাউন্সিলে যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে সকলের মতামত নিয়ে তা করা হয়। কিন্তু এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এক রকম প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়া হয়েছে যা উপস্থিত সদস্যদের কাছে বিব্রতকর ছিল। এরূপ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার সাথে আমরা একাত্ম নই। আমরা এই বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ হলেন- সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ (বাংলা বিভাগ), প্রফেসর মনিরুল হক (ভূতত্ত্ব), প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী (নৃ-বিজ্ঞান), প্রফেসর শফিকুর রহমান (পরিসংখ্যান), প্রফেসর জিয়াউশ শামস (ভূগোল), প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), প্রফেসর মাহমুদ উল আমীন (প্রাণিবিদ্যা), প্রফেসর ইয়ারুল কবীর (প্রাণ রসায়ন), প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম (ব্যবস্থাপনা), ডীন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান (অনুজীব বিজ্ঞান), প্রফেসর মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা), প্রফেসর সদরুল আমীন (ইংরেজী), ডীন প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (লোক প্রশাসন), প্রফেসর মমতাজউদ্দীন আহমেদ (অর্থনীতি), প্রফেসর জামালউদ্দীন আহমেদ (ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং), প্রফেসর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন (ফার্মেসী), প্রফেসর ইউসুফ হায়দার (পদার্থবিদ্যা), প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান (প্রাণ রসায়ন), প্রফেসর এম এ বাশার (প্রাণিবিদ্যা), প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ (মার্কেটিং), প্রফেসর মোঃ নূরুল আমিন বেপারী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), প্রফেসর এম এম ইসলাম (ইতিহাস), প্রফেসর কে এম সাইফুল ইসলাম (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান), প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান (ফার্মেসী), প্রফেসর মোঃ আমিনুর রহমান মজুমদার (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), প্রফেসর মোঃ আতাউর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), প্রফেসর আবদুল আজিজ (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), প্রফেসর জেড এন তাহমিদা বেগম (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), প্রফেসর মোঃ আবুল বাসার (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), প্রফেসর গোলাম মোস্তফা (প্রাণিবিদ্যা), প্রফেসর মোঃ ইসমাইল হোসেন (প্রাণিবিদ্যা), প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী (সমাজ বিজ্ঞান), প্রফেসর শাহেদ হাসান (নৃবিজ্ঞান) প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম (রসায়ন) ও প্রফেসর লায়লা নূর ইসলাম (প্রাণ রসায়ন)।